رِيحٌ عَاصِفٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ فِى الْقُران

আল-কোরআনে ঝড়ো হাওয়া, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ চমক।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে পবিত্র কোরআন মজীদে **"ঝড়ো হাওয়া, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক"**। বাতাস মৃদুমন্দ এবং অনুকূল হতে পারে আবার দমকা হাওয়া, প্রলয়ংকারী ঝড়ো হাওয়াও হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

১। দমকা হাওয়া (رِيحٌ عَاصِفٌ), অনুকূল হাওয়া (رِيحٍ طَيِّبَةٍ)

هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

তিনিই তোমাদেরকে জলেস্থলে ভ্রমণ করান এবং তোমরা যখন নৌকারোহী হও এবং এইগুলি আরোহী লইয়া অনুকূল বাতাসে বহিয়া যায় এবং তাহারা উহাতে আনন্দিত হয়; অতঃপর এইগুলি বাত্যাহত এবং সর্বদিক হইতে তরঙ্গাহত হয় এবং তাহারা উহা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে মনে করে, তখন তাহারা আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিয়া বলে : 'তুমি আমাদেরকে ইহা হইতে ত্রাণ করিলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হইব ।' সূরা ইউনুস ১০ঃ ২২

২। পাথর বৃষ্টি (حَاصِباً)

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِۦ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

উহাদের প্রত্যেককেই আমি তাহার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়াছিলাম : উহাদের কাহারও প্রতি প্রেরণ করিয়াছি প্রস্তরসহ প্রচণ্ড ঝটিকা, উহাদের কাহাকেও আঘাত করিয়াছিল মহানাদ, কাহাকেও আমি

To learn more click here

প্রোথিত করিয়াছিলাম ভূগর্ভে এবং কাহাকেও করিয়াছিলাম নিমজ্জিত। আলাহ্ তাহাদের প্রতি কোন জুলুম করেন নাই ; তাহারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করিয়াছিল। সূরা আন কাবুত ২৯ঃ ৪০

৩। অগ্নিবায়ু (إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ)

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا اَلأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ اَلثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ اَلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اَللَّهُ لَكُمُ اَلآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾

তোমাদের কেহ কি চায় যে, তাহার খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে যাহার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাহাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, যখন সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয় এবং তাহার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতঃপর উহার উপর এক অগ্নিবায়ু ঘূর্ণিঝড় আপতিত হয় ও উহা জ্বলিয়া যায় ? এইভাবে আলাহ্ তাঁহার নিদর্শন তোমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাহাতে তোমরা অনুধাবন করিতে পার। সূরা আল বাকারা ২ঃ ২৬৬

৪। প্রচন্ড ঝড়ো বায়ু (ريحاً صَرْصَراً)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِيَ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ اَلْخِزْيِ فِى اَلْحَيَاةِ اَلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ اَلآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

অতঃপর আমি উহাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিআস্বাদন করাইবার জন্য উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম ঝঞ্ঝাবায়ু অশুভ দিনে। আখিরাতের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং উহাদেরকে সাহায্য করা হইবে না। সূরা ফুসসিলাত ৪১ঃ ১৬

৫। বেদনাদায়ক ঝড়ের আযাব (رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ)

আ'দ জাতির উপর আযাব:

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾

To learn more click here

‘অতঃপর যখন উহারা উহাদের উপত্যকার দিকে মেঘ আসিতে দেখিল তখন বলিতে লাগিল, ‘উহা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করিবে ।' হূদ বলিল, ‘ইহাই তো তাহা, যাহা তোমরা ত্বরান্বিত করিতে চাহিয়াছ, এক ঝড়, ইহাতে রহিয়াছে মর্মন্তুদ শাস্তি । সূরা আল আহকাফ ৪৬ঃ ২৪

৬। প্রচন্ড ঝড় (قَاصِفاً مِّنَ اَلرِّيحِ)

أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِّنَ اَلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً ﴿٦٩﴾

অথবা তোমরা কি নির্ভয় হইয়াছ যে, তিনি তোমাদেরকে আর একবার সমুদ্রে লইয়া যাইবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাইবেন না এবং তোমাদের কুফরী করার জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করিবেন না ? তখন তোমরা এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারী পাইবে না । সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ঃ ৬৯

৭। ঝড়ের দিন (يَوْمٍ عَاصِفٍ)

مَّثَلُ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اَشْتَدَّتْ بِهِ اَلرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُوَ اَلضَّلاَلُ اَلْبَعِيدُ ﴿١٨﴾

যাহারা তাহাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাহাদের উপমা-তাহাদের কর্মসমূহ ভস্মসদৃশ যাহা ঝড়ের দিনের বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়াইয়া লইয়া যায় । যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার কিছুই তাহারা তাহাদের কাজে লাগাইতে পারে না । ইহা তো ঘোর বিভ্রান্তি । সূরা ইব্রাহীম ১৪ঃ ১৮

৮। তিনি (আল্লাহ) বাতাস থামিয়ে দিতে পারেন (يُسْكِنِ اَلرِّيحَ)

إِن يَشَأْ يُسْكِنِ اَلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

তিনি ইচ্ছা করিলে বায়ুকে স্তব্ধ করিয়া দিতে পারেন; ফলে নৌযানসমূহ নিশ্চল হইয়া পড়িবে সমুদ্রপৃষ্ঠে । নিশ্চয়ই ইহাতে নিদর্শন রহিয়াছ ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য । সূরা আশ শুরা ৪২ঃ ৩৩

To learn more click here

৯। **বন্ধ্যা ঝড় (اَلرِّيحَ اَلْعَقِيمَ)**

আ'দ জাতির উপর আযাব:

وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ اَلرِّيحَ اَلْعَقِيمَ ﴿٤١﴾

এবং নিদর্শন রহিয়াছে 'আদের ঘটনায়, যখন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলাম অকল্যাণকর বায়ু ; সূরা আয যারিয়াত ৫১ঃ ৪১

১০। **এক বাতাস (ريحاً)**

মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের তৃতীয় যুদ্ধ আল আহযাব (খন্দক) যুদ্ধের সময় নাযিল হয়। প্রচন্ড বাতাস পাঠিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা মুশরিকদের তাবু, অস্ত্রশস্ত্র, উট, ঘোড়া, ইত্যাদি লন্ডভন্ড করে দেন এবং মুশরিকরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়।

يٰأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اَللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اَللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً ﴿٩﴾

হে মু'মিনগণ ! তোমরা তোমাদের প্রতি আলাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হইয়াছিল এবং আমি উহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এক বাহিনী যাহা তোমরা দেখ নাই । তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা । সূরা আল আহযাব ৩৩ঃ ৯

১১। **কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এটা বর্ণনার পূর্বে আল্লাহ তা'য়ালা শপথ করেন: ১। একের পর এক আগমনকারী বাতাসের। (عُرْفاً) ২। প্রণয়ংকারী ঝড়-বাতাসের। (عَصْفاً) ৩। সঞ্চালনকারী বাতাসের। (نَشْراً) ৪। মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বাতাসের। (فَرْقاً)**

وَاَلْمُرْسَلاَتِ عُرْفاً ﴿١﴾

শপথ কল্যাণ স্বরূপ প্রেরিত বায়ুর, সূরা মুরসালাত ৭৭ঃ ১

فَاَلْعَاصِفَاتِ عَصْفاً ﴿٢﴾

আর প্রলয়ঙ্করী ঝটিকার, সূরা মুরসালাত ৭৭ঃ ২

وَاَلنَّاشِرَاتِ نَشْراً ﴿٣﴾

To learn more click here

শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর, সূরা মুরসালাত ৭৭ঃ ৩

فَٱلْفَارِقَاتِ فَرْقاً ﴿٤﴾

আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর, সূরা মুরসালাত ৭৭ঃ ৪

فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً ﴿٥﴾

এবং শপথ তাহাদের যাহারা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ- সূরা মুরসালাত ৭৭ঃ ৫

১২। বিদ্যুৎ চমক (بَرْق)

هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِىءُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿١٢﴾

তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী, ভয় ও ভরসা সঞ্চার করান এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ; সূরা আর রা'দ ১৩ঃ ১২

১৩। বজ্রধ্বনি (رَعْدُ)

وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِى ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿١٣﴾

বজ্রধ্বনি তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফিরিশ্‌তাগণও করে তাহার ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন। আর উহারা আলাহ্‌ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী। সূরা আর রা'দ ১৩ঃ ১৩

১৪। শিলাবৃষ্টি (بَرَدٍ), বিদ্যুৎ চমক (بَرْقِ)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلاَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِٱلأَبْصَارِ ﴿٤٣﴾

তুমি কি দেখ না, আলাহ্‌ সঞ্চালিত করেন মেঘমালাকে, তৎপর তাহাদেরকে একত্র করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তুমি দেখিতে পাও, উহার মধ্য হইতে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশস্থিত শিলাস্তূপ হইতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং ইহা দ্বারা তিনি যাহাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং

To learn more click here

যাহাকে ইচ্ছা তাহার উপর হইতে ইহা অন্য দিকে ফিরাইয়া দেন । মেঘের বিদ্যুৎ ঝলক দৃষ্টিশক্তি প্রায় কাড়িয়া নেয় । সূরা আন নূর ২৪ঃ ৪৩

ঝড় তুফান, বিদ্যুৎচমক ও বজ্রধ্বনির সময়- কতিপয় দোয়া:

اللهم اني اسالك خير ها و اعوذ بك من شر ها-

১। হে আল্লাহ, ইহার কল্যাণ কামনা করি, ইহার অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ-

২। হে আল্লাহ, আমি কামনা করি ইহার কল্যাণের, ইহার মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত তার এবং ইহা যে কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে তার। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি ইহার অনিষ্টের থেকে, ইহার মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তার থেকে, এবং যে অকল্যাণের জন্য ইহা প্রেরণ করা হয়েছে তার থেকে।

اللهم لا تقتلنا بغضبك، و لا تهلكنا بعذابك، و عافنا قبل ذلك-

৩। হে আল্লাহ, তোমার ক্রোধের মাধ্যমে আমাদের মৃত্যু দিও না, তোমার গজব দ্বারা আমাদেরকে ধ্বংস করো না। আমাদের মৃত্যু অথবা ধ্বংসের পূর্বেই আমাদের মাফ করে দিও।

اللهم اجعلها رحمة و لا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا و لا تجعلها ريحا-

৪। হে আল্লাহ, এটা যেন আমাদের জন্য করুণা হয়, এটা যেন আমাদের জন্য আজাব না হয়, এটা যেন আমাদের জন্য উপকারী হয় এবং এই বাতাস যে আমাদের ধ্বংসকারী না হয়।

অতএব, প্রিয় ভাই ও বোনেরা, প্রতিবছরই আমরা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রলয়ংকারী ঝড়, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমকানো, উঁচু উঁচু সামুদ্রিক ঢেউ দেখতে পাই এবং এতে অসংখ্য মানুষ, গাছপালা, জীবজন্তু, ফসল-ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং মানুষ ও জীবজন্তুর মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা একটা সাবধান বাণী ও সতর্কীকরণ। কেয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে এবং আমাদের কৃতকর্মের বিচার করা হবে। ভালো কাজের পুরস্কার জান্নাত, খারাপ কাজের শাস্তি জাহান্নাম।

সুতরাং কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনাবলী মেনে চলা ও সৎকাজ করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন। আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here